রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেসের দুই মালিকের ১০ দিন জেল, সনোল্যাবের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল এলাকায় অভিযান চালিয়ে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফ ও তার পার্টনার এ্যাপোলো ক্লিনিকের মালিক মুকুল বাশারকে ১০ দিন করে জেল এবং সনো ল্যাব মালিক জে পি আগওয়ালার ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রবিবার দুপুরে মেহেরপুরের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও সদর উপজেলার সহকারী ভূমি কমিশনার মো: আবু সাঈদ এ আদালত পরিচালনা করেন।

আরও পড়ুন : মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্চিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসের মালিক লতিফ (ভিডিওসহ)

তিনি জানান, ১৯৮২ সালের মেডিকেল প্রাক্টিস ও বেসরকারি ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরি নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ এর ১৩ এর ২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে রাবেয়া মেডিকেল সার্ভিসেস এর মালিক আব্দুল লতিফ ও তার পার্টনার মুকুল বাশারকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এবং একই আইনের ৫২ ধারায় সনো ল্যাবের ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতের রায় বাস্তবায়ন করে তাদের দুজনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন

মোঃ আব্দুল খালেককে আহবায়ক ও মোঃ সেলিম হোসেনকে সদস্যসচিব করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট মুজিবনগর উপজেলা তাঁতীলীগের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ৪ জানুয়ারি মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের আহবায়ক মোঃ নুর ইসলাম সুবাদ ও সদস্য সচিব মোহাম্মদ জুয়েল রানার অনুমোদনে এই আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্যদের মধ্যে যুগ্ন আহবায়ক করা হয়েছে খোকন মন্ডল, ইকবাল, মকেদুল, সিরাজুল ইসলাম ও মনিরুল ইসলামকে।

সদস্যরা হলেন, উজ্জ্বল, রাকিব উদ্দিন শেখ, লিটন, আছিরুল শেখ, শাহেদুল ইসলাম, আনসারুল, মেগা, আছিরুল, হিজাম উদ্দিন শেখ, মোঃ জোহা, মিঠু, এরশাদ আলী, মানাতুল, কালাম শেখ, খিলা, মোঃ মারুফ শেখ, খালেদ হোসেন, মাদার আলী, ইউনুচ আলী, আবু তাহের, মসির,মুরাদ, রাজু শেখ, মোছাঃ বেবী নাজমিন,রাজন, শাহাদত,আশিক, মোবারক, আলমগীর মিয়া, তুহিন খান, জুয়েল মিয়া, শরিফ শেখ, রতন শেখ, সোহেল খান, সজীব বিশ্বাস, আঙ্গুর গাজী, আজহার, মজনু, গগন বিশ্বাস, জুয়েল, মোঃ ভনা, মোঃ উজ্জল, মোঃ জিনার, মোঃ মোঃ শিপন, মোঃ মনিরুল ও মোঃ রুস্তম মন্ডল।

আগামি এক বছরের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসককে লাঞ্চিত করলেন রাবেয়া মেডিকেল

[redacted] [redacted] [redacted] ([redacted])

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]. [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2020) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুর বিএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোঃ রোকন নামের এক ছাত্রের উপবৃত্তির টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ উঠেছে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীনের বিরুদ্ধে।

জানা গেছে, রোকন বিদ্যালয়ে ভর্তির পর থেকে ৪৫০ টাকা করে উপবৃত্তি পেয়ে আসলেও করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা মোতাবেক ১৮শ টাকা পাওয়ার সময় জোরপূর্বক উপবৃত্তির টাকা পাওয়ার মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করেন প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীন এমনই অভিযোগ রোকনের পিতা মোঃ তুহিনের।

রোকনের পিতা তুহিন অভিযোগ করে বলেন, আমার ছেলে রোকন শিশু শ্রেণি থেকেই বিএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। প্রথম থেকেই আমি আমার ০১৯১৪ ৬৫৩৩৪১ নম্বরে ৪৫০ টাকা করে উপবৃত্তির টাকা পেয়ে আসছি। করোনাকালীন প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা দেন ছাত্রছাত্রীদের ১৮শ করে টাকা প্রদান করা হবে।

আমার মোবাইল নম্বর সচল থাকা সত্ত্বেও কোন অভিযোগ ছাড়াই আমার স্ত্রীকে অনেকটা বাধ্য করেই প্রধান শিক্ষক আমার মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করে আমার স্ত্রীর মোবাইল নম্বর দিতে বলেন। আমার স্ত্রী নম্বর পরিবর্তন করতে রাজি না হলেও আমার মোবাইল নম্বর পরিবর্তন করে আমার স্ত্রীর মোবাইল নম্বর নেন প্রধান শিক্ষক।

জানতাম আমার নাম্বার বন্ধ বা সিম নষ্ট হয়ে গেছে বা অন্য কারও নম্বরে উপবৃত্তির টাকা নিচ্ছি সেক্ষেত্রে নম্বর পরিবর্তন করলে কোন সমস্যা ছিলো না। আমার ছেলের উপবৃত্তির টাকা আমার নম্বরে আসছে তাহলে কোন কারণে প্রধান শিক্ষক আমার নম্বর পরিবর্তন করলেন এটাই আমার প্রশ্ন।

আবার জানতাম আমার নম্বরের পরিবর্তে আমার স্ত্রীর নম্বরে টাকা আসছে সেটাও হয়নি। আমার একটাই প্রশ্ন কেন বা কোন কারণে আমার নম্বর পরিবর্তন করে উপবৃত্তির টাকা কাকে দেওয়া হলো।

তারপর থেকেই আমি বা আমার স্ত্রীর নম্বরে উপবৃত্তির টাকা আর আসেনি। ১৮শ টাকা তো পেলাম না যে ৪৫০ টাকা পেতাম সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু আমিই না আমার মতো অনেক অভিভাবক এমন পরিস্থিতির স্বীকার। যে কারণে আমি আমার ছেলের ছাড়পত্র নিয়ে অন্যত্র ভর্তি

করেছি।

এ বিষয়ে প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীন বলেন, নম্বর পরিবর্তনের সুযোগ থাকে। উপবৃত্তির বিল হওয়ার সময় উপরের নির্দেশনা আসে যদি কোন নম্বর পরিবর্তন করা লাগে পরিবর্তন করে দিতে হয়। কারণ অনেকেই বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনদের নম্বর দিয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, আমার বিল করা পর্যন্ত জানি। টাকা আমরা দেখিও না, ছুঁইও না, জানিও না।

নম্বর পরিবর্তন করেছেন কি না জানতে চাইলে নম্বর পরিবর্তনের কথা স্বীকার করে তিনি বলেন বিল দেখে বলতে হবে। তবে উনারা যে অভিযোগ করেছেন তা মিথ্যা, ঠিক না।

মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন

মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্র দাখিল সম্পন্ন হয়েছে।

বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। ২৭ টি পদের বিপরীতে ২৮ জন প্রার্থী প্রতিদন্দিতার জন্য তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।নির্বাচনে কেবলমাত্র সভাপতি পদে ২ জন । বাকি পদগুলোতে একজন করে তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ।

এসময় মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের নির্বাচন বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল-আমিন ধূমকেতু, সদস্য মাহাবুব চান্দু, নুরুল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে জোড়া খুনের আসামিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরেরর গাংনী উপজেলার লক্ষ্মীনারয়নপুর ধলা গ্রামের একই পরিবারের তিনভাইকে নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনায় দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসি ও নিহতের পরিবার।

বৃহস্পতিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধনের আয়োজন করেন এলকাবাসী ও নিহতের পরিবার। স্থানীয় ইউপি সদস্য আজমাইন হোসেন টুটুলের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন নিহত জাহারুল ইসলামের মেয়ে চম্পা আরা খাতুন, এলাকাবাসী কামরুজ্জামান পল্টু, দিপ্তি, এনামুল হক সহ স্থানীয়রা।

বক্তব্যে এলকাবাসী জনায়. ধলা গ্রামের আতিয়ার রহমান ও তার লোকজন একের পর এক একই পরিবারের এনামুল হক লইলো, জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলামকে প্রকাশ্যে পুর্ব পরিকল্পিতভাবে খুন করে। ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই লইলো মিয়াকে খুন করে আতিয়ার ও তার লোকজন। এবিষয়ে একটি হত্যা মামলার প্রধান আসামী আতিয়ার রহমান। উক্ত মামলা তুলে নিতে মামলার বাদী আজমাইন হোসেন টুটুলকে হুমকি দেয় আতিয়ার গং। মামলা তুলে না নেয়ায় পুর্ব পরিকল্পিত ভাবে আতিয়ার গং জামিনে থেকে গত ৮/১১/২০২১ ইং তারিখ সকাল ৯ টার সময় জাহারুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলাম দুই ভাইকে কুপিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়।

এবিষয়ে গাংনী থানায় দুটি হত্যা মামলা দায়ের হলে ৬৬ জন আসামীর মধ্যে কয়েকজন আসামী গ্রেপ্তার হয়। পরে হাইকোর্ট থেকে ৪ সপ্তাহের জন্য অন্তবর্তীকালিন জামিন নেয় ৫৬ জন। ৪ সপ্তাহের জামিন সময় পার হলে মেহেরপুর নিম্ন আদালতে আত্নসমর্পন করেন তারা। মামলার ৫৬ আসামী বর্তমানে জেলহাজতে রয়েছে।

নিহত জাহারুলের স্ত্রী শেফালী বলেন, আমার স্বামীকে হত্যার পর তারা আমাদের গ্রাম ছেড়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে । আমরা এখন নিরাপত্তহীনতায় দিন কাটায়। নিহত সাহাদুলের স্ত্রী জামিরন নেছা বলেন, আমার স্বামী ও দুই দেবর কে খুন করে আতিয়ার ও তার লোকজন। যে কোনো সময় আমাদের ওপর আবারও হামলা করতে পারে। আমাদের

পরিবারের পর্যায়ক্রমে তিনজনকে একেরপর এক খুন করে তারা গ্রামের বুক উচিয়ে বেড়ায়। এবং তারা আমাদের বংশের কাউকে বাঁচিয়ে রাখবেনা বলেও হুমকি দেয়। আমরা আমাদের পরিবারের লোকজনকে আতিয়ার বাহিনীর হাতে রক্ষা করতে পারছিনা। তারা দুর্ধর্ষ বলে এলকার কেউ তাদের ভয়ে মুখ খূলতে পারেনা। যারা আমাদের পরিবারের তিনজনকে নৃশংসভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে তাদের ফাঁসির দাবী করেন নিহতের পরিবারসহ এলাকাবাসী।

গাংনীতে মিষ্টি ভেবে শিশুর বিষপান

ফসলে দেওয়ার জন্য দানা বিষ রেখেছিলেন ঘরে। অবুঝ শিশু ভুল করে ২ বছর বয়সী তামজীদ হোসেন সে বিষ খেয়ে ফেলেছে। এখন তামজিদ হোসেন কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তামজিদ হোসেন নড়াইল জেলার তারিক হোসেনের ছেলে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জানুয়ারী) বেলা আড়াইটার দিকে নানা বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাফানিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ঘরের টেবিলের উপর জমিতে দেওয়ার জন্য রাখা দানা বিষ পান করে ফেলে শিশুটি।

মূমূর্ষ অবস্থায় তাকে গাংনী হাসপাতালে নিলে ডাক্তার তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) এমকে রেজা জানান, শিশুটি বিষ খেয়ে ফেলেছে। তার শরীরে এখনও বিষ আছে। এখানে শিশুদের বিষ উঠানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়ে হয়েছে।

গাংনীতে গাঁজাসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে এক কেজি গাঁজাসহ রিপন (৩০) নামের একজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ৩ টার দিকে উপজেলার মাইলমারী স্কুল পাড়া থেকে এক কেজি গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়। আটককৃত রিপন উপজেলার লক্ষীনারায়ণপুর ধলা গ্রামের হারেজ উদ্দিনের ছেলে।

ডিবি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী, এস আই (নি:) অজয় কুমার কুন্ডু, এস আই সুলতান মাহমুদসহ মাইলমারী স্কুল পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রিপনকে আটক করেন।

এ সময় তার কাছ থেকে এক কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।

মুজিবনগর উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা

মুজিবনগর উপজেলার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার খুঁজে তাদেরকে ভূমি এবং গৃহ প্রদানের মাধ্যমে, ভূমিহীন ও গৃহহীন উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা

চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস।

আরও পড়ুন গাংনীতে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আয়ূ্ব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ এস এম মাহবুব আলম রবি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলার ৪ ইউনিয়নের ওয়ার্ড সদস্য সদস্যাবৃন্দ।

আরও পড়ুন পাসপোর্টের সূচকে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার বলেন, আগামী ১৪ জানুয়ারি হতে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত উপজেলার গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের আবেদন গ্রহণ করা হবে। সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সঠিক তদন্তের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বাছাই পূর্বক তাদেরকে গৃহ ও ভূমি প্রদান করা হবে। গৃহহীন, ভূমিহীন পরিবার বাছাইয়ের জন্য তিনি জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও উপজেলা বিশিষ্ট জনদের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন।

তিনি আরো বলেন, মুজিবশতবর্ষ কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০২২ সালের জুন-জুলাইয়ের মধ্যে মুজিবনগর উপজেলাকে ভূমিহীন ও গৃহহীন উপজেলা হিসেবে বাস্তবায়ন করা হবে।